ঢাকার আশুলিয়া থেকে শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অপহরণের পর নির্যাতন করে হত্যা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৪ এপ্রিল ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০ টায় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার হিজলহাটি মৃধাপাড়া গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিন ও তসিরন বেগমের ছেলে মোঃ আমিনুল ইসলামকে (৩৯) আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অপহরণ করে বলে পরিবারের অভিযোগ। ৫ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.৪৫ টায় টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার পুলিশ সদস্যরা ব্রাহ্মণ শাসন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনের রাস্তা থেকে আমিনুলের লাশ উদ্ধার করে। পরিবারের অভিযোগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই আমিনুল ইসলামকে অপহরণের পর নির্যাতন করে হত্যা করেছে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- মোঃ আমিনুল ইসলাম এর আত্মীয় স্বজন
- ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ ১. মোঃ আমিনুল ইসলাম ২. আমিনুলের মৃতদেহ।

হোসনে আরা বেগম ফাহিমা (৩২), আমিনুল ইসলামের স্ত্রী

হোসনে আরা বেগম ফাহিমা অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কাস ফেডারেশন (বি.জি.আই.ডাব্লিউ.এফ) নেতা ছিলেন। এছাড়াও আমিনুল বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কাস সলিডারিটি (বি.সি.ডব্লিউ.এস) তে সংগঠক হিসেবে চাকরী করতেন।

৪ এপ্রিল ২০১২ ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার মধ্যগাজীর চট গ্রামের আবুল কালামের বাড়ীতে বিসিডব্লিউএস এর আঞ্চলিক কার্যালয়ে অফিস করেন। সন্ধ্যায় আমিনুল বাসায় না ফেরায় মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তিনি তাঁর স্বামীর দুইটি মোবাইল ফোনই বন্ধ পান। এরপর তিনি আমিনুলের সহকর্মী লাবনী আক্তারের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে আমিনুলের খোঁজ জানতে চান।

লাবনী আক্তার তাঁকে জানান, বিকেলের দিকে মোস্তাফিুর রহমান নামে আমিনুলের এক বন্ধু অফিসে আসেন এবং আমিনুলকে রাতে একটি বিয়ে পড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন[১]। সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৩০টায় তিনি, আমিনুল ও মোস্তাফিজুর একই সঙ্গে অফিস থেকে বের হয়ে যান। মোস্তাফিজুর এবং আমিনুল একটি রিক্সায় চড়ে চলে যান বলে লাবনী আক্তার তাঁকে জানান।

ফাহিমা বিভিন্ন জায়গায় ও আত্মীয় স্বজনের বাসায় খোঁজ করেও তাঁর স্বামীকে আর পাননি। ৭ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় তাঁর এক প্রতিবেশী মোঃ মোসলেম উদ্দিন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা নিয়ে আসেন। সেই পত্রিকায় এমন একটি খবর প্রকাশিত হয় যে, টাঙ্গাইলের ঘাটাইল থানা পুলিশ অজ্ঞাত এক পুরুষ ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত লাশের ছবির ভিত্তিতে ফাহিমা লাশটি আমিনুলের বলে অনুমান করেন। ফাহিমা বিষয়টি বিসিডব্লিউএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাবুল আখতারকে মোবাইল ফোনে জানান। বাবুল তখন ঘাটাইল থানায় যান এবং ফাহিমাকে জানান যে, পুলিশ আমিনুলের মৃত দেহ বেওয়ারিশ হিসেবে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থানে দাফন করেছে। ৯ এপ্রিল ২০১২ আদালতের অনুমতিতে বাবুল আখতারের সহযোগিতায় টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থান থেকে আমিনুলের লাশ তোলা হয় এবং লাশ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের হিজলহাটিতে আমিনুলের নিজের বাড়ীতে পুনরায় দাফন করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করার কারণে ২০১০ সালে পুলিশ সদস্যরা কয়েক বার তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যেয়ে নির্যাতন করে।

১২ মার্চ ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসমাবেশ উপলক্ষ্যে আমিনুলের ১০,০০০ লোক পাঠানোর ব্যাপারে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে একটি গোপন খবর ছিল বলে তিনি শুনেছেন। যার কারণে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার পুলিশ সদস্যরাও আমিনুলকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে এবং পরে ছেড়ে দেয়। এছাড়া ১২ মার্চ ২০১২ সাদা পোশাকে পুলিশ সদস্যরা সারাদিন আমিনুলকে নজরদারীতে রেখেছিল বলেও তিনি জানতে পারেন। আমিনুল নিখোঁজ হবার সময় থেকে তাঁর বন্ধু মোস্তাফিজুর রহমানকেও না পাওয়ায় তিনি ধারণা করেন, মোস্তাফিজুর রহমানকে ব্যবহার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁর স্বামীকে অপহরণের পর নির্যাতন করে হত্যা করে লাশ ঘাটাইলে ফেলে গেছে।

---

[১] আমিনুল ধর্মীয়ভাবে বিয়ে পড়ানোর কাজও করতেন।

লাবনী আক্তার (৩৫), আমিনুলের সহকর্মী

লাবনী আক্তার অধিকারকে জানান, ৪ এপ্রিল ২০১২ তিনিসহ আমিনুল এবং মোস্তাফিজুর একই সঙ্গে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৩০ টায় আশুলিয়ার বিসিডব্লিউএস এর আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বাসায় যাবার উদ্দেশ্যে বের হন। বের হয়ে গেটের সামনে একটি পুলিশ ভ্যান দাঁড়ানো দেখে আমিনুল তাঁকে বলেন, আবারো কোন পুলিশি হয়রানিতে পড়তে হতে পারে। এরপর আমিনুল একটি রিকশায় চড়ে চলে যান। লাবনী আক্তার মাতৃকালীন ছুটিতে থাকায় তিনি অধিকারকে আরো বিস্তারিত জানার জন্য বিসিডব্লিউএস এর নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

কল্পনা আক্তার (৪৫), নির্বাহী পরিচালক, বিসিডব্লিউএস, প্রধান কার্যালয়, রামপুরা, ঢাকা

কল্পনা আক্তার অধিকারকে জানান, আমিনুল ২০০৬ সাল থেকে বিসিডব্লিউএস এর সঙ্গে কাজ করছিলেন এবং তিনি একজন ভাল সংগঠকও ছিলেন। ৪ এপ্রিল ২০১২ লাবনী নামে তাঁর অফিসের একজন কর্মচারী রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় তাঁকে জানান যে, আমিনুলের স্ত্রী মোবাইল ফোনে লাবনীকে জানিয়েছেন যে, অফিস থেকে আমিনুল বাসায় ফেরেনি এবং আমিনুলকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কল্পনা আক্তার তখন বিসিডব্লিউএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাবুল আখতারকে মোবাইল ফোনে ব্যাপারটি জানান। তিনি আরো বলেন, ৪ এপ্রিল ২০১২ এর পূর্বে ২০০৬ সালে কয়েকবার এবং ২০১০ সালের ১৬ থেকে ১৮ জুন ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটিলিজেন্স (এনএসআই) এর সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদের নামে আমিনুলকে ধরে নিয়ে যেয়ে নির্যাতন করেছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্যরাই আমিনুলকে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে বলে তিনি মনে করেন।

বাবুল আখতার (৪২), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিডব্লিউএস (প্রধান কার্যালয়), রামপুরা, ঢাকা

বাবুল আখতার অধিকারকে জানান, ৪ এপ্রিল ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.৩০টায় বিসিডব্লিউএস এর নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার আমিনুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁকে অবহিত করেন। এরপর তিনি পরিচিতদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেও আমিনুলের খোঁজ না পেয়ে বিসিডব্লিউএস এর ঢাকা অফিস থেকে সেলিম নামের একজনকে আমিনুলের গ্রামের বাড়ী হিজলহাটিতে পাঠান। তিনি জানান, ৫ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় সেলিম আমিনুলের স্ত্রী ফাহিমাকে নিয়ে আশুলিয়া থানায় যান। ফাহিমা সাধারণ ডায়েরী (জিডি) করতে চাইলে ডিউটি অফিসার তখন জিডি না নিয়ে আরো খোঁজখবর নিতে বলেন। ৬ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় থানায় জিডি নেয়া হয়। ৭ এপ্রিল ২০১২ ফাহিমা তাঁকে ফোনে জানান, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, আমিনুলের মৃতদেহ ঘাটাইল থানা পুলিশ উদ্ধার করেছে। তখন তিনি ঘাটাইল থানায় যান এবং থানা থেকে জানতে পারেন লাশের

পরিচয় পাওয়া না যাওয়ায় লাশটি ময়না তদন্ত শেষে ৬ এপ্রিল ২০১২ বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে সরকারী উদ্যেগে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের তুলে রাখা কয়েকটি ছবি দেখে তিনি লাশটি আমিনুলের বলে শনাক্ত করেন। ৯ এপ্রিল ২০১২ পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের অনুমতিতে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থান থেকে লাশ তুলে তা গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের হিজলহাটিতে আমিনুলের নিজ বাড়ীতে পুনরায় দাফন করা হয় বলে তিনি জানান।

বাবুল আখতার জানান, ২০০৬ ও ২০১০ সালে দুইবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের সদস্যরা আমিনুলকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়।

৯ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় ঢাকা জেলার সাভার থানার শ্রীপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ অফিস-১ এর সদস্যরা বিসিডব্লিউএস এর আঞ্চলিক কার্যালয় আসে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমিনুলকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ অফিস-১ এর শ্রীপুর কার্যালয়ে যান এবং আমিনুলকে ছাড়িয়ে নিতে চান। তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ অফিস-১ এর পরিচালক একটি মুচলেকায় স্বাক্ষর করে আমিনুলকে ছাড়িয়ে নিতে বলেন। তিনি দেখেন, মুচলেকায় লেখা আছে, ১২ মার্চ ২০১২ সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকেল ৫.৩০ টা পর্যন্ত আমিনুল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অফিস-১ এ থাকবে। সেই শর্তে তিনি আমিনুলকে ছাড়িয়ে আনেন।

১২ মার্চ ২০১২ তারিখে বিএনপির মহাসমাবেশে করার জন্য আমিনুল নাকি ১০ হাজার লোক দেবে এমন একটি খবর এনএসআই এর সদস্যরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অফিস-১ কে দিয়েছিল। যার ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ সদস্যরা আমিনুলকে ধরে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ অফিস-১ সারাদিন আটক রেখে বিকেলে ছেড়ে দেয়।

আমিনুলকে কেন বার বার ধরে নিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে এ ব্যাপারে জানার জন্য বাবুল আখতার ১০ এপ্রিল ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৪.৩০ টায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ এর ইপিজেড শাখার সহকারী পরিচালক ফসিয়ার রহমানের সঙ্গে ০১৭৩০৭৩৯৬৮১ মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করেন। ফসিয়ার রহমান তাঁকে জানান, এনএসআই এর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ সদস্যরা আমিনুলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তারের বিস্তারিত জানার জন্য তাঁকে এনএসআই এর অতিরিক্ত পরিচালক, আমিনুল ইসলামের সঙ্গে ০১৮১৯২২৬১৩০ মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলেন। তিনি প্রায় ১০ মিনিট পর অর্থ্যাৎ বিকেল আনুমানিক ৪.৪০ টায় অতিরিক্ত পরিচালক, আমিনুল ইসলামের সঙ্গে শ্রমিক নেতা আমিনুলকে কেন বারবার গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তার কারণ জানতে চান। অতিরিক্ত পরিচালক আমিনুল ইসলাম তখন বাবুল আখতারকে এ ব্যাপারে কোন রকম তৎপরতা চালাতে নিষেধ করেই ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

৫ এপ্রিল ২০১২ আমিনুলের অপহরণ এবং মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই জড়িত রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

মোঃ লুৎফর রহমান (৩৮), আমিনুলের লাশের প্রত্যক্ষদর্শী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল

মোঃ লুৎফর রহমান অধিকারকে জানান, তাঁর বাসা ব্রাহ্মণ শাসন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পেছনে। ৫ এপ্রিল ২০১২ ভোর আনুমানিক ৫.৩০ টায় তিনি বাসা থেকে বের হয়ে মহাবিদ্যালয়ের গেট থেকে ১০ গজ সামনের রাস্তায় লোকজনের জটলা দেখতে পান। জটলার কাছে গিয়ে পায়জামা পরা একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি দেখেন, মৃতদেহের ডান হাঁটুর নিচে একটি কাপড় বাঁধা, যেখানে রক্ত জমাট বেঁধে ছিল এবং দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেঁতলানো ছিল বলে তিনি জানান।

আব্দুল হান্নান (৪০), আমিনুলের লাশের প্রত্যক্ষদর্শী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল

আব্দুল হান্নান অধিকারকে জানান, তাঁর বাড়ী ব্রাহ্মন শাসন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পাশে। ৫ এপ্রিল ২০১২ ভোর আনুমানিক ৪.৩০ টায় তিনি মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য যাচ্ছিলেন। এমন সময় মহাবিদ্যালয়ের গেটের সামনের রাস্তায় একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। মৃতদেহের ডান হাঁটুর নিচে এবং দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে থেঁতলানো ছিল বলে তিনি জানান। মৃতদেহের আশেপাশের মাটিতে তিনি জমাট বাঁধা রক্ত পড়ে থাকতে দেখেন এবং মাটিতে আঁচরের দাগ দেখতে পান বলে জানান।

এসআই শাহিন মিয়া, ঘাটাইল থানা, টাঙ্গাইল

এসআই শাহিন মিয়া অধিকারকে জানান, ৫ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.২৫ টায় সোর্সের মাধ্যমে খবর পান যে, ব্রাহ্মণ শাসন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গেটের পাশের রাস্তায় একটি লাশ পড়ে আছে। তিনি সকাল আনুমানিক ৭.৪৫টায় সেখানে যান এবং অজ্ঞাত নামা এক পুরুষ ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, মৃতদেহের ডান হাটুর নিচে একটি ছিদ্র ছিল। দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দুইটি থেঁতলানো ছিল। তিনি ধারণা করেন, ৪ এপ্রিল ২০১২ রাতে যে কোন সময় ঐ ব্যক্তিকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে গেছে।

তিনি টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে লাশের ময়না তদন্ত শেষে তা সরকারী উদ্যেগে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করেন। এসআই শাহিন মিয়া নিজেই বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে ঘাটাইল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৪; তারিখঃ ৫/০৪/২০১২। ধারাঃ ৩০২/২০১/৩৪দ-বিধি। মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আবুল বাশার।

এসআই আবুল বাশার, ঘাটাইল থানা, টাঙ্গাইল

এসআই আবুল বাশার অধিকারকে জানান, অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ দাফনের খবর পত্রিকায় ছাপা হলে ঢাকা থেকে বাবুল আখতার নামের এক ব্যক্তি থানায় আসেন এবং ছবি দেখে তাঁর সহকর্মী আমিনুলের লাশ বলে সনাক্ত করেন। আমিনুলের স্ত্রী আমিনুলের লাশ নিজ বাড়ীতে নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করেন। এসআই আবুল বাশার আবেদনের বিষয়টি জেলা প্রশাসক মোঃ বজলুল করিমকে জানান। ৯ এপ্রিল ২০১২জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় গোরস্থান থেকে লাশ তুলে তা গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানার হিজলহাটি গ্রামে আমিনুলের নিজ বাড়ীতে পাঠানো হয়। মামলাটির তদন্তে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় ১৬ এপ্রিল ২০১২ মামলার তদন্তভার টাঙ্গাইল পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। টাঙ্গাইল পুলিশের গোয়েন্দা শাখার এসআই দুলাল মিয়া মামলাটির তদন্ত করছেন বলে তিনি জানান।

এসআই দুলাল মিয়া, গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), টাঙ্গাইল

এসআই দুলাল মিয়া অধিকারকে জানান, আমিনুলের মামলার তদন্তের দায়িত্ব তিনি ১৬ এপ্রিল ২০১২ পেয়েছেন। তিনি জানান, ২৫ এপ্রিল ২০১২ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে আলোচনা হবার পর অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্র সচিব মইন উদ্দিন খন্দকারকে প্রধান করে টাঙ্গাইল পুলিশ সুপার একেএম হাফিজ আক্তার ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-১ এর পরিচালক, পুলিশ সুপার গোলাম রউফ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ সিদ্দিক উল্লাহর সমন্বয়ে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ঘটনার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে জড়িত সন্দেহে আমিনুলের বন্ধু মোস্তাফিজুর রহমানের খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। গোলাম আজম নামে একজন শ্রমিক নেতাকে মোস্তাফিজুর রহমান এর আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে তুলে দিয়েছিল। তাই গোয়েন্দা শাখা পুলিশ সদস্যদের ধারণা করছে মোস্তাফিজুর এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। মোস্তাফিজুর রহমানকে গ্রেপ্তার করতে পারলেই সব জানা যাবে বলে তিনি জানান।

একেএম হাফিজ আক্তার, পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল

একেএম হাফিজ আক্তার অধিকারকে জানান, আমিনুলের ঘটনার সঙ্গে মোস্তাফিজুর রহমান নামে আমিনুলের এক বন্ধুর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আশঙ্কা করেছেন তাঁরা। মোস্তাফিজুর রহমানকে গ্রেপ্তারের জন্য সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করছেন বলেও তিনি জানান।

এএসপি ফসিয়ার রহমান, সহকারী পরিচালক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-১, শ্রীপুর, সাভার, ঢাকা

এএসপি ফসিয়ার রহমান অধিকারকে বলেন, ১২ মার্চ ২০১২ বিএনপির মহাসমাবেশে শ্রমিক নেতা আমিনুল বেশ কিছু শ্রমিক সরবরাহ করবেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থার এমন একটি তথ্যের ভিত্তিতে ৯ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় আমিনুলকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অফিস-১ এ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ৯ মার্চ ২০১২ বিকেল আনুমানিক

৫.০০ টায় বিসিডব্লিউএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাবুল আখতার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অফিস-১ এ এসে আমিনুলকে সঠিকভাবে বুঝিয়া পাইলাম এমন একটি মুচলেকায় স্বাক্ষর করে আমিনুলকে নিয়ে চলে যান।

তিনি আরো জানান, ১২ মার্চ ২০১২ আমিনুল নিজের নিরাপত্তার জন্য সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের অফিস-১ এ আসেন এবং সারাদিন অবস্থান করে বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় তাঁর নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলে যান।

আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, এন.এস.আই, সাভার, ঢাকা

আমিনুল ইসলাম অধিকারকে জানান, বিসিডব্লিউএস এর কর্মী এবং শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা হত্যা করেছে বলে যে অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় এসেছে, এর সঙ্গে এনএসআই এর কোন সম্পৃক্ততা নেই।

ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া, আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা, জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল

ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া অধিকারকে বলেন, ৫ এপ্রিল ২০১২ ঘাটাইল থানার পুলিশ সদস্যরা বিকেল আনুমানিক ৪.০০টায় ময়না তদন্তের জন্য একটি মৃতদেহ মর্গে আনেন। তিনি সেই মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেন। যার নম্বর- ৯৬১ ; তারিখঃ ৫/০৪/২০১২। ময়না তদন্তের সময় তিনি মৃতদেহের ডান হাঁটুর একটু নিচে একটি ছিদ্র দেখেন, ছিদ্রটি কোন ধারালো কিছু দিয়ে করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেঁতলানো ছিলো বলেও তিনি জানান। ময়না তদন্তের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই আমিনুলের মৃত্যু হয়েছে।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

অধিকার শ্রমিকনেতা আমিনুলের হত্যার ঘটনাটির তথ্যানুসন্ধান করতে যেয়ে পরিবারের সদস্য, সহকর্মী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে। আমিনুলের সহকর্মীদের বক্তব্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই আমিনুলকে হত্যা করেছে বলে প্রকাশ পায়।

অধিকার আমিনুলকে হত্যার ঘটনাটির বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করে যথাযথ শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-